187

আজকের কাগজ

তারিখ ... 10 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আন্দোলনের বিকল্প নেই

সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে, দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বেহাল অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যে ২৫ জন সিনেটর নির্বাচিত হন, তারা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিলেন, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিশ্বাসী প্যানেলের এই ২৫ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বসার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাদের এই নিরংকুশ বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের এই নির্বাচনী ফলাফলকে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল সহজভাবে নিতে পারেনি। যেহেতু এই নির্বাচনে তাদের সমর্থকদের পরাজয় ঘটেছে। এ কারণেই সিনেট অধিবেশনে সরকারি দলের পক্ষে যেখানে যেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ ছিলো, সব জায়গাতে সাধারণ নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে পাঠকেরা জেনেছেন যে, সিনেট কর্তৃক যখন সিন্ডিকেটের তিনজন এবং ফাইন্যান্স কমিটিতে একজন সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছিলো, তখন সরকারের ক্ষমতার মধ্যে যেসকল সদস্য পড়ে, তাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, তাদের পরিবর্তে অন্য নাম ভোটার লিস্টে হাতে লিখে রাখা হয়। এমন কি সিনেটের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করায় সিনেট অধিবেশনে পর্যন্ত বিষয়টি অবহিত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। উল্লেখ্য যে, সিনেট সদস্যদের সভা শুরু হওয়ায় সদস্যদের কাছে ভোটার তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে যে কোনো নির্বাচনে ভোটাররা ভোট চাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সদস্যদের তালিকাই বোধহয় বিশ্বের একমাত্র ভোটার তালিকা যে যার পরিবর্তন কখন কিভাবে হতে থাকলো সভায় উপস্থিত সিনেট সদস্যরা কোনো উপায়ে বুঝতে সক্ষম হলো না।

এমন ঘটনা ঘটার পর আমরা যারা নিজেদের রাজনীতি সচেতন বলে মনে করি, তারা স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত না হয়ে পারি না। আমরা জানি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই জাতির প্রধান ভরসা স্থল নয়, বরং জাতীয় ইতিহাস রচনায় এর অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম চিরকাল জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর যখন পাকিস্তানী শাসকেরা বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলা ভাষার উপর আঘাত করলো, তখন সেই আঘাতের বিরুদ্ধে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেদিন মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দেয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাদের সেই বীরত্বের কথা জাতি কখনো ভুলেনি। যদিও অনেক ষড়যন্ত্রকারী একুশে ফেব্রুয়ারিকে অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। পরবর্তীকালে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। তাদের নেতৃত্বেই '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা লগ্নে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যাদেরকে প্রথম হত্যা

করা শুরু করে, তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা ছিলো। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে যখন বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে, তখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসর আল বদরেরা অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করে। সেদিন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্যে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর যে সকল দোসর সক্রিয় ছিলো, দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, তারা আজও সক্রিয় রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে এদেশের গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে, সেখানে আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্তমান শাসক দল দলীয়করণ করার মাধ্যমে তার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করছে এটা খুবই দুঃখজনক। তবে যারা বর্তমান শাসক দলের চরিত্রকে জানেন, তারা ভালো করেই বোঝেন যে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষমতাসীনরা দলীয়করণের প্রক্রিয়া থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও বাদ দিতে পারবে না। তবু বিএনপি যে ঢাকা বিশ্বরিদ্যলয়কে দলীয়করণ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটকে নিয়ে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক খেলা খেলবে এটা অনেকের ধারণার বাইরে ছিলো। কেননা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে কারো পক্ষে, যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে সেখানে তাদের বিজয়কে পেছনের দরজা দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেলো, তাতে সরকারের অধীনে আগামী সংসদ নির্বাচন কিছুতেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিএনপি যদি ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করে, তাহলে তারা গণতন্ত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন সম্পর্কিত যে সকল রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তা থেকে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আগামী সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার জন্য শুধু আন্দোলন করলেই চলবে না, বরং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ আন্দোলনকে সফল করতেই হবে। জাতি যদি আগামী সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে

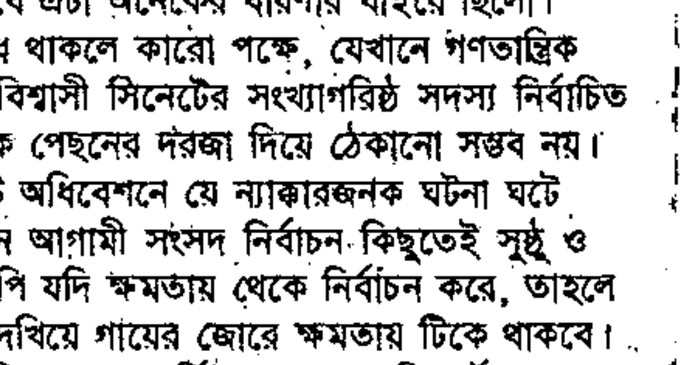

এদেশে গণতন্ত্রের কবর রচনা হতে পারে।

যে রাজনৈতিক দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে তাদের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর যে ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ করেছে, তারা দেশের ক্ষমতায় থাকার প্রশ্নে সংসদ নির্বাচনে কি ধরনের অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে; এটা একটি শিশুরও বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কজেই অবিলম্বে নির্বাচনের জন্যে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতে হবে। এ আন্দোলনে বিজয় লাভ করতে হবে। এই বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই।

সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী : কলাম লেখক, পেশায় চক্ষু চিকিৎসক, সিনেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।